কালের কণ্ঠ

2 6 JUL 2017

স্বরূপকাঠির শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজ

অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ নিয়োগে অনিয়মের পাঁয়তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি উপজেলায় শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগে গত বছর পরীক্ষা নেওয়া হলেও অজ্ঞাত কারণে তা বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে আবার পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই নিয়োগে অনিয়ম ও বাণিজ্যের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর গত ২৫ জুলাই আবেদন করেছেন উপাধ্যক্ষ প্রার্থী সঞ্জয় মণ্ডল।

নিয়োগপ্রত্যাশী একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেন, কলেজেরই ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের প্রভাষক মো. শওকত আকবরকে অধ্যক্ষ পদে এবং রাজবাড়ী কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মো. আমিনুল ইসলামকে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিতে বিধি ভাঙা হচ্ছে। সংসদ সদস্যের চাওয়াতেই এই দুই প্রার্থীকে নিয়োগের পাঁয়তারা চলছে।

নিয়োগপ্রত্যাশীদের সূত্রে জানা গেছে, কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে ২০১৬ সালের ১১ জুলাই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিধিমোতাবেক নিয়োগ পরীক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের দুই প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ পদে আবেদনকারী শওকত আকবর ও উপাধ্যক্ষ পদে আবেদনকারী মো. আমিনুল ইসলাম ভালো ফল না করায় তা প্রকাশ করা হয়নি। এরপর ২১ মে একই পদের বিপরীতে আবার পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ। এতে আগের বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

প্রার্থী সঞ্জয় মণ্ডল তাঁর অভিযোগে বলেছেন, কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি সংসদ সদস্য এ কে এম এ আউয়াল পর্ষদের বেশির ভাগ সদস্যকে ভয়ভীতি দেখিয়ে রেজল্যুশন বইতে সই নিয়ে আগের পরীক্ষা বাতিল করেছেন। এরপর গত ৬ জুলাই সাজানো নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আবেদন বাছাই, সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাপরিচালকের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভা ডাকা হয়। কিন্তু সভায় অবৈধ নিয়োগপ্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও অর্থ বাণিজ্যের পূর্বাভাস পেয়ে পরিচালনা পর্ষদের বেশির ভাগ সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। এমনকি কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি রুনা লায়লা ও অভিভাবক সদস্য মো. মাহবুবুর রহমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁদের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। এর পরও অনুপস্থিত সব সদস্যকে রেজল্যুশন বইতে সই করার জন্য ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন এমপির পছন্দের প্রার্থী মো. শওকত আকবর।

নাম প্রকাশ না করে প্রথম নিয়োগে অংশ নেওয়া এক শিক্ষক বলেন, 'কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ কে এম এ আউয়াল। এ বিষয়ে মুখ খুললে তাঁর রোষানলে পড়তে হবে। নিয়োগ নিয়ে যা হচ্ছে সবই ব্যক্তি ইচ্ছার প্রতিফলন, বিধিমোতাবেক শব্দটি শুধু কাগজে।'

নিয়োগপ্রত্যাশী এক শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নির্দিষ্ট দুজনের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা নিয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিয়োগ দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। তাঁদের মধ্যে মো. শওকত আকবর নিজে প্রার্থী হয়েও নিয়োগসংক্রান্ত সভায় উপস্থিত থাকেন, রেজল্যুশন লেখেন। এটা পুরোপুরিভাবেই নিয়োগের নিয়ম লঙ্ঘন। ওই শিক্ষক জানান, প্রথমবার নিয়োগ পরীক্ষায় ৯-১০ জন প্রার্থী অংশ নেন। বিধি অনুযায়ী সবার উপস্থিতিতে পরীক্ষা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিজি প্রতিনিধিরা ফল সিলগালা করে কর্তৃপক্ষের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান। সেই পরীক্ষায় যাঁদের ফল ভালো হয়েছে, তাঁদের নিয়োগ দিলে স্বার্থরক্ষা হবে না বিধায় ফল প্রকাশ করা হয়নি। এখন আবার নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে এক হাজার টাকা ব্যাংক ড্রাফটে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়